"শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি "

খুলনা সিটি কর্পোরেশন
খুলনা

২৯/০১/২০২৩ খ্রিঃ তারিখ রবিবার বেলা ১১-০০ ঘটিকায় খুলনা সিটি কর্পোরেশনের "শহীদ আলতাফ মিলনায়তনে" মাননীয় মেয়র **জনাব তালুকদার আব্দুল খালেক মহোদয়** এঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত খুলনা সিটি কর্পোরেশনের **১৮তম সাধারণ** সভার কার্যবিবরণীঃ

১. জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম
২. জনাব মোঃ আব্দুস সালাম
৩. জনাব মোঃ কবির হোসেন কবু মোল্যা
৪. জনাব শেখ মোহাম্মাদ আলী
৫. জনাব শেখ শামসুদ্দিন আহম্মেদ
৬. জনাব মোঃ ডালিম হাওলাদার
৭. জনাব এম ডি মাহফুজুর রহমান লিটন
৮. জনাব মুনশী আঃ ওদুদ
৯. জনাব মোঃ মুনিরুজ্জামান
১০. জনাব এস.এম খুরশিদ আহম্মেদ
১১. জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম (মুন্না)
১২. জনাব মোঃ আনিছুর রহমান বিশ্বাস
১৩. জনাব শেখ হাফিজুর রহমান হাফিজ
১৪. জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান
১৫. জনাব আশফাকুর রহমান (কাকন)
১৬. জনাব শেখ মোঃ গাউসুল আজম
১৭. জনাব মোঃ শামসুজ্জামান মিয়া স্বপন
১৮. জনাব কাজী আবুল কালাম আজাদ বিকু
১৯. জনাব আলহাজ্ব ইমাম হাসান চৌধুরী ময়না
২০. জনাব মোঃ আলী আকবর
২১. জনাব মোঃ গোলাম মাওলা শানু
২২. জনাব জেড,এ মাহমুদ
২৩. জনাব এস এম মোজাফফর রশিদী রেজা
২৪. জনাব মোঃ আরিফ হোসেন

সভায় উপস্থিত সংরক্ষিত আসনের সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে) :

১. জনাব মনিরা আক্তার
২. জনাব সাহিদা বেগম
৩. জনাব রহিমা আক্তার হেনা
৪. জনাব পারভীন আক্তার
৫. জনাব এ্যাডঃ মেমরী সুফিয়া রহমান শুনু
৬. জনাব শেখ আমেনা হালিম বেবী
৭. জনাব মাহমুদা বেগম
৮. জনাব কনিকা সাহা
৯. জনাব মাজেদা খাতুন
১০. মিসেস রেকসনা কালাম লিলি

সভায় উপস্থিত সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দঃ

১. বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা এর পক্ষে।
২. মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার, খুলনা।
৩. মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোং লিঃ, খুলনা এর পক্ষে।
৪. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, খুলনা।
৫. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা এর পক্ষে।
৬. চেয়ারম্যান, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা এর পক্ষে প্রধান প্রকৌশলী।
৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, খুলনা ওয়াসা এর পক্ষে নির্বাহী প্রকৌশলী।
৮. প্রতিনিধি, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, খুলনা।
৯. প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রেলওয়ে, খুলনা।

সভার শুরুতে **মাননীয় মেয়র মহোদয়** উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ, সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ, কেসিসি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সচিব, কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দকে সালাম ও স্বাগত জানান। অত:পর মাননীয় মেয়র মহোদয়ের নির্দেশনায় ক্বারী মোঃ রফিকুল ইসলাম পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন। এ পর্যায়ে তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে এম.পি পদ থেকে পদত্যাগ করে ২০১৮ সালের ১৫ মে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র পদে নির্বাচন করেন এবং নির্বাচিত হয়ে তখন থেকে তিনিসহ সকলেই দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তখন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল ছিল না। তবুও তখন খুলনার উন্নয়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী টাকার ব্যবস্থা করে দেবেন মর্মে আশ্বাস দিয়েছিলেন। তাই মেয়র হিসেবে তিনি ক্ষমতায় বসার আগেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাস্তা সংস্কারের জন্য ৬০৭.৫৬ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছেন। এর ৫/৬ মাস পরে ড্রেন, খাল ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য পানি নিষ্কাশনে প্রায় ৮২৩.৭৯ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছেন। ২০১৯ সালে কিছু উন্নয়ন কাজ শুরু করা হয়। ২০২০ সালে মানুষের জীবন বাঁচানো কাজে করোনা মোকাবেলায় ব্যস্ত থাকায় উন্নয়ন কাজের গতি কমে যায়। সে কারণে উন্নয়নের ধারা পিছিয়ে যায়। পরবর্তীতে ২০২২ সালে উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু হয়। জুন মাস (২০২৩) এর মধ্যে কেসিসি'র নির্বাচন হবে। তার তিন মাস আগে থেকে সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন কার্যক্রম বন্ধ হবে এবং তিনিও পদত্যাগ করবেন । আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে আমরা স্বপ্ন দেখি এবং তা বাস্তবায়ন করতে যে টাকার দরকার সেই টাকা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একনেক বৈঠকে তাঁর উপস্থিতিতে অনুমোদন দেন। এ খাতে তিনি ৩৯৩.৪ কোটি টাকা বরাদ্দ দেন। এ প্রকল্পে জমি অধিগ্রহণ করার জন্য ডিসি অফিসে ১০০ কোটি টাকা দেয়া হয়েছে এবং জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান। যতদূর সম্ভব দ্রুত কার্য সম্পাদনের জন্য ডি.সি অফিসকে তাগিদ দেয়া হচ্ছে। বিলম্ব হলে জমির দাম বেড়ে যায় এবং অন্যান্য মালামালের দামও বৃদ্ধি পায়। যার কারণে প্রকল্পের টাকা আরো বাড়ানো প্রয়োজন হয়। এজন্য খুলনার অনেক প্রকল্প নষ্ট হয়েছে। ২০১৩ সালে নির্বাচনের আগে রূপসা স্ট্র্যান্ড রোড উন্নয়ন করার জন্য একনেকে ৯৯ কোটি টাকা পাশ হয়। রাস্তার জায়গায় ঘর-দুয়ার যা ছিল ভেঙ্গে দেয়া হয়েছিল। তবুও রাস্তাটি ঐ সময় হয়নি। পরবর্তী পর্যায়ে ২য় বার বরাদ্দ বাড়িয়ে ৯৯ কোটি টাকার স্থলে ১২৬ কোটি টাকা একনেকে পাশ হয়। তার পরেও রাস্তাটির কাজ হয়নি। পরে এ প্রকল্প খাতে ৩য় বার একনেকে ২৫৯ কোটি টাকা পাশ হয়। এক রাস্তা তিনবার একনেকে পাশ করার কারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দু:খ প্রকাশ করেছেন। এ রাস্তাটির কাজ এখন চলমান। দুইটি বিষয় মনে রাখতে হবে-সামনে নির্বাচন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর খুলনায় জনসভা। এ উপলক্ষ্যে বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা থেকে মানুষ এ রাস্তা দিয়ে জনসভায় যাতে খুলনায় আসতে পারে তার ব্যবস্থা নিতে হবে। ব্রীজ ও কার্পেটিং কবে করা হবে তা তার জানার বিষয় নয়। মানুষ যাতে এ রাস্তা দিয়ে আসতে পারে সেজন্য ফেব্রুয়ারী (২০২৩) মাসের মধ্যে অবশ্যই এ রাস্তা দিয়ে মানুষ চলাচল করার উপযোগী করতে হবে। এ বিষয়ে কেডিএ-এর সহযোগিতা কামনা করেন। জার্মান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সাথে ২০১৯ সালে একটি প্রকল্পের বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা হয়। এরপর এ প্রকল্প নিয়ে ২০২০ সালের সিংগাপুরের মিটিং করোনার কারণে বাতিল হয়েছে। ইতোমধ্যে করোনা একটু কমে যাওয়ায় তাদের সাথে সরকারের কথা হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৭/০১/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৪৯১ কোটি টাকার প্রকল্প একনেকে পাশ করেন। এর মধ্যে ৩১২ কোটি টাকা জার্মান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের, ১৭৮ কোটি টাকা বাংলাদেশ সরকারের এবং কেসিসি'র ১ কোটি টাকা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী খুলনার জন্য এত আন্তরিক হওয়ায় তিনি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। এছাড়া সিআরডিপি প্রকল্পের আওতায় ২য় ফেজে শলুয়া প্রকল্পের কাজে ওয়ার্ক অর্ডার হয়েছে, শীঘ্রই কাজ শুরু হবে। কুয়েটে যাওয়ার জন্য রাস্তা নির্মাণ, জলবায়ু ট্রাস্টের জন্য আরো ৫ কোটি টাকা এবং সার, ডিজেল, বিদ্যুৎ তৈরি করার জন্য ৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছেন। আধুনিক কসাইখানা নির্মাণের জন্য আরো অতিরিক্ত টাকা বরাদ্দ দিয়েছেন। এসব প্রকল্পের কাজগুলো দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে এবং সিটি কর্পোরেশনের বাজেট ব্যতীত এসব অতিরিক্ত বরাদ্দ দিয়েছেন। ইতোপূর্বে কোন সরকার খুলনার জন্য এত টাকা দেয়নি। একমাত্র শেখ হাসিনার সরকার এত বরাদ্দ দিয়েছেন। খুলনার মানুষের জন্য সুন্দরভাবে উন্নয়ন কাজগুলো করতে হবে যাতে ২০০ বছর পরও মানুষ যেন বুঝতে পারে শেখ হাসিনার সরকার খুলনার জন্য এত বরাদ্দ দিয়েছেন। অত:পর মেয়র মহোদয়ের অনুমতিক্রমে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১। গত ১৬/১০/২০২২ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত ১৭তম সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পঠন ও নিশ্চিতকরণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** গত ১৬/১০/২০২২খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত ১৭তম সাধারণ সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন এবং বলেন, আলোচ্যসূচি-১ এ ১৭তম সাধারণ সভার কার্যবিবরণী সকলের সামনে বোর্ডে দেয়া হয়েছে। উক্ত কার্যবিবরণীতে যদি কোন সংযোজন বা বিয়োজন থাকে অথবা কোথাও কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিমার্জন থাকে, তবে তা বলার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। অত্র কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় মাননীয় মেয়র মহোদয় এবং উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ তা নিশ্চিত করার অভিমত ব্যক্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে গত ১৬/১০/২০২২ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত ১৭তম সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসনিক শাখা
২। (ক) বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী অধ্যাপক অসিত বরণ ঘোষ (খ) ডা: কাজী হামিদ আসগর, সাবেক সভাপতি, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, খুলনা (গ) ডা: মোঃ আব্দুল আহাদ মোড়ল, সাবেক অধ্যক্ষ, খুলনা মেডিকেল কলেজ (ঘ) ডা: শওকত আলী লস্কর, সাবেক সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল প্রাকটিশনার্স এসোসিয়েশন, খুলনা জেলা শাখা এবং (ঙ) বীর মুক্তিযোদ্ধা গাজী আব্দুল মোত্তালিব, সাবেক সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ, রামপাল উপজেলা, বাগেরহাট এর মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** খুলনাসহ পার্শ্ববর্তী জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এন্তেকাল করায় শোক প্রস্তাব গ্রহণসহ তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত বলার জন্য মেয়র মহোদয়কে অনুরোধ জানান। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী অধ্যাপক অসিত বরণ ঘোষ; ডা: কাজী হামিদ আসগর; ডা: মোঃ আব্দুল আহাদ মোড়ল; ডা: শওকত আলী লস্কর,বীর মুক্তিযোদ্ধা গাজী আব্দুল মোত্তালিব; এর মৃত্যুতে তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এছাড়া খুলনা মহানগর আওয়ামীলীগ অফিসের কেয়ার টেকার আব্দুল করিম মৃত্যুবরণ করেন এবং দৌলতপুর থানার বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ ওবায়দুল্লাহ রন মৃত্যুবরণ করেন। তিনি এই দুইজনসহ মৃত সকলের শোক প্রস্তাব গ্রহণ করার অভিমত ব্যক্ত করেন এবং সকল মৃত ব্যক্তিগণের রুহের মাগফেরাতের জন্য দোয়া করার অনুরোধ জানালে ক্বারী মোঃ রফিকুল ইসলাম উপস্থিত সকলকে নিয়ে তাদের জন্য দোয়া পরিচালনা করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খুলনা মহানগর আওয়ামীলীগ অফিসের কেয়ার টেকার আব্দুল করিম এবং দৌলতপুর থানার বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ ওবায়দুল্লাহ রন মৃত্যুবরণ করায় শোক প্রস্তাবে তাদের নাম অন্তর্ভুক্তিকরণসহ (ক) বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী অধ্যাপক অসিত বরণ ঘোষ (খ) ডা: কাজী হামিদ আসগর, সাবেক সভাপতি, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, খুলনা (গ) ডা: মোঃ আব্দুল আহাদ মোড়ল, সাবেক অধ্যক্ষ, খুলনা মেডিকেল কলেজ (ঘ) ডা: শওকত আলী লস্কর, সাবেক সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল প্রাকটিশনার্স এসোসিয়েশন, খুলনা জেলা শাখা এবং (ঙ) বীর মুক্তিযোদ্ধা গাজী আব্দুল মোত্তালিব, সাবেক সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ, রামপাল উপজেলা, বাগেরহাট এর মৃত্যুতে সকলের শোক প্রস্তাব গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	

আলোচ্যসূচি	আলোচনা
৩। গত ১৭/১১/২০২২ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত নগর অবকাঠামো নির্মাণ ও সংরক্ষণ স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব মোঃ শামসুজ্জামান মিয়া স্বপন, সভাপতি, নগর অবকাঠামো নির্মাণ ও সংরক্ষণ স্থায়ী কমিটি ও সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২১** গত ১৭/১১/২০২২ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত নগর অবকাঠামো নির্মাণ ও সংরক্ষণ স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা সভায় উপস্থাপন পূর্বক অনুমোদনের অনুরোধ জানান। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** বলেন, সারা খুলনা শহরে এখন উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান। পুরানো ড্রেনের সংস্কার কাজে পুরাতন ইট সংরক্ষণ করতে পারলে দশ কোটির নিচে হতো না। কিন্তু শুধুমাত্র পাবলিক হলের এবং পুরাতন যশোর রোডের ইট সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে, বাকি সব ড্রেনের পুরাতন ইট ম্যাক্সিমাম স্পট থেকে চুরি হয়ে গেছে। যারা কেসিসি'র সম্পদ রক্ষা করতে পারে না তারা নির্বাচিত প্রতিনিধি হোক আর কর্মচারী হোক তাদের নিজেদের পরিবর্তন করা উচিত। যারা শপথ রক্ষা করতে না পারে তাদের দরকার নাই। কোন লস্ মেনে নেয়া হবে না বিধায় এখন থেকে পুরাতন ইট ঠিকাদারের কাজে এস্টিমেট এর মধ্যে মূল্য ধরে দেয়া হবে। **জনাব মোঃ আনিছুর রহমান বিশ্বাস, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৬,** কেসিসি বলেন, করোনার কারণে দেশের সংকটকালীন সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী খুলনার উন্নয়নের জন্য এতগুলো টাকা বরাদ্দ দিয়েছেন। তাঁর অনেক আন্তরিকতা এবং তাঁর আন্তরিকতার কোন ঘাটতি নেই, আন্তরিকতার ঘাটতি আছে আমাদের। এজন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ। পুরাতন ড্রেন সংস্কারের ক্ষেত্রে ড্রেনের এস্টিমেট এর সাথে পুরাতন ইটগুলো সরানোর জন্য টাকা ধরা ছিল। তার ওয়ার্ডে ড্রেন খোঁড়ার পরে পুরাতন ইটগুলো নিয়ে যাবার জন্য অফিসকে তিনি বার বার বলেছেন, তবুও ইটগুলো নিয়ে যায়নি। টাকা বরাদ্দ পেলেও সঠিকভাবে ইউটিলাইজ হচ্ছে না মর্মে তিনি মতব্যক্ত করেন। সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির সুপারিশে প্রকল্পের কাজে রাস্তার পুরাতন ইট/স্যালভেজ চুরি হচ্ছে বিধায় এস্টিমেট এর মধ্যে মূল্য ধরার বিষয়টি অত্যন্ত ভাল সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে রাতের বেলায় ঢালাওভাবে উন্নয়ন কাজ করানোর দেখভাল করার দায়িত্ব তিনি নিতে পারবেন না, তবে দিনের বেলায় তিনি কার্পেটিংসহ উন্নয়ন কাজ করানোর দায়িত্ব নিবেন মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। **জনাব জেড,এ মাহমুদ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৭,** কেসিসি বলেন, খুলনা শহরে ব্যাপক উন্নয়ন কাজ চলমান। এক রাস্তার কাজের সময় রাস্তা বন্ধ, পার্শ্ববর্তী অন্য রাস্তায়ও কাজ চলছে। এর মধ্যে দুই রাস্তার সংযোগ স্থলে কালভার্ট এর সংযোগ দিচ্ছে না। তাই এ শহরে জনচলাচলে খুবই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। **জনাব মোঃ শামসুজ্জামান মিয়া স্বপন, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২১,** কেসিসি বলেন, চলমান উন্নয়ন কাজের যে প্রকল্পগুলোর কাজ এখনো শুরু হয়নি সেগুলোর পুরাতন ইট/স্যালভেজ স্পটে মেপে নিলাম করে দেয়া অথবা বুকভেল্যু অনুযায়ী ঠিকাদারের কাজে এস্টিমেটের সাথে পুরাতন ইটগুলো ধরে দেয়ার প্রস্তাব করেন। জনাব মোঃ মনজুরুল ইসলাম, প্রধান প্রকৌশলী বলেন, কালভার্টের কনক্রিট ঢালাই এর পর ২৮দিন সময় আটকে রাখতে হয়। তবে অযথা বিলম্ব যাতে না হয় তার ব্যবস্থা নেয়া হবে মর্মে তিনি সভাকে আশ্বস্ত করেন। চলমান উন্নয়ন কাজের টেন্ডার হয়ে যাওয়া প্রকল্পগুলোর মধ্যে যেগুলোর কার্যাদেশ দেয়া হয়নি সেগুলোর বুকভেল্যু অনুযায়ী পুরাতন ইটগুলো এস্টিমেট-এ মূল্য ধরে দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
জনাব শেখ হাফিজুর রহমান হাফিজ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৭, কেসিসি বলেন, রাতের বেলায় ঢালাই কাজ করানোর ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত লাইটের ব্যবস্থা রাখতে হবে তবেই মেয়র মহোদয়ের নির্দেশে চলমান প্রকল্পের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** বলেন, যে প্রকল্পগুলোর কাজ এখনো শুরু হয়নি সেগুলোর পুরাতন ইট/স্যালভেজ বুকভেল্যু অনুযায়ী এস্টিমেট-এ মূল্য ধরে দিতে হবে। রাতের বেলায় পর্যাপ্ত লাইটের ব্যবস্থা করে ঢালাই কাজ করতে হবে, কার্পেটিং কাজ দিনের বেলায় করতে হবে। তিনি সকল উন্নয়ন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশনা প্রদান করেন। আসন্ন নির্বাচন এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে এ মুহূর্তে জনবল নিয়োগ করা সম্ভব হবে না মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে গত ১৭/১১/২০২২ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত নগর অবকাঠামো নির্মাণ ও সংরক্ষণ স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা প্রসঙ্গে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:	
	(১) নির্মাণ সামগ্রীর উর্দ্ধগতির কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ঠিকাদারদের কোথায় মালামাল পাওয়া যায় সে বিষয়ে সন্ধান দেয়া, কিভাবে সহজে মালামাল সংগ্রহ করা যায়, নির্মাণ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল কোথায় পাওয়া যায়, সংগ্রহকৃত মালামাল টেষ্ট করতে ল্যাবে যাতে দেরি না হয়, নির্মাণ যন্ত্রপাতি যাতে সহজে ঠিকাদারদের সরবরাহ দেয়া যায়, এ সকল বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ
	(২) প্রকল্পের চলমান কাজগুলো যাতে দ্রুত সমাপ্ত করা যায় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে তৎপর হওয়া এবং প্রকল্পের কাজের কোন স্তরে যেন কাজের মন্থর গতি না হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখে প্রকল্পের কাজে তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত প্রকৌশলীদের উর্দ্ধতন প্রকৌশলী কর্তৃক নির্দেশনা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ
	(৩) রাস্তার কাজে প্রতিটি লেয়ারের কাজ শেষ হলে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে সন্তোষজনক ফলাফল আসা সাপেক্ষে পরবর্তী লেয়ারের কাজ যাতে শুরু করা হয় সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে সাইট অর্ডার সিটে নির্দেশনা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ
	(৪) চলমান প্রকল্প সাইটে রাস্তার পুরাতন ইট/স্যালভেজ চুরি হচ্ছে বিধায় ঠিকাদারের কাজে বুক ভ্যালু অনুযায়ী এস্টিমেট এর সাথে পুরাতন ইট/স্যালভেজগুলোর মূল্য ধরে দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ
	(৫) প্রকল্পের কাজের বিষয়ে দ্রুত করার জন্য রাতের বেলায় পর্যাপ্ত লাইটিং সাপোর্টসহ ঢালাই কাজ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ
	(৬) খুলনা সিটি কর্পোরেশনের গুরুত্বপূর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্প এবং খুলনা শহরের জলাবদ্ধতা দূরীকরণে ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন (১ম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প দুইটি সংশোধনের জন্য অতি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ
	(৭) ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপি খাতের প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা
৪। গত ২৭/১১/২০২২ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত প্রোপার্টি স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব শেখ হাফিজুর রহমান হাফিজ, সভাপতি, প্রোপার্টি স্থায়ী কমিটি ও সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৭,** কেসিসি গত ২৭/১১/২০২২ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত প্রোপার্টি স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা সভায় উপস্থাপন পূর্বক অনুমোদনের অনুরোধ জানান। **জনাব শেখ মোঃ গাউসুল আজম, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২০** বলেন, শের এ বাংলা রোড থেকে বিকে রায় রোড এই সংযোগ সড়কটিতে শহীদ শেখ আবু নাসের মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি খুলনা শহরে কয়েকটি স্কুলের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি স্কুল। সেখানে ১৫০০'র অধিক ছাত্র-ছাত্রী আছে। স্কুলের এ রাস্তাটি যাতে কমপক্ষে ১৬ ফুট প্রশস্ত হয় সেজন্য কেসিসি'র প্রকৌশল বিভাগ যেন সেভাবে এস্টিমেট করে এবং স্থায়ী কমিটি এ বিষয়ে সুপারিশ আনায়ন করায় তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এ রাস্তাটি প্রশস্ত হলে স্কুলের ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল হবে। তাই তিনি এ সুপারিশ অনুমোদনের অনুরোধ জানান। জনাব মোঃ নুরুজ্জামান তালুকদার, এস্টেট অফিসার মাননীয় মেয়র মহোদয়ের প্রশ্নের জবাবে বলেন, কেসিসি'র বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গ্যারেজ নির্মানের জন্য বটিয়াঘাটার খোলাবাড়িয়া মৌজায় এ্যাকোয়ারের জন্য প্রস্তাবিত ১০(দশ) একর জমি এবং ৭টি এসটিএস নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ হয়েছে। উক্ত জমি ফেব্রুয়ারি ২০২৩ এর মধ্যে দখল পাওয়া যাবে। দশ একর জমির মধ্যে ২টি খাল আছে। তার একটি খাল মোঃ আলাউদ্দিন হাওলাদার এর নামে জেলা প্রশাসন কর্তৃক বন্দোবস্ত দিয়ে তার নামে নাম পত্তন করে দেয়া হয়েছে। ঐ ২টি খালই প্রবাহমান থাকবে বলে বন্দোবস্ত বাতিল করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। এবং রাজবাঁধের ৩০ একর জমি পেতে তিনমাস সময় লাগবে।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
মাননীয় মেয়র মহোদয় বলেন, শহীদ শেখ আবু নাসের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যাতায়াতের জন্য যতটুকু জায়গা ছিল সেই জায়গাতে যাতায়াতের জন্য কেসিসি হতে রাস্তা করে দেয়া হয়েছে। এখন যতটুকু জায়গা আছে তা সরকারি জমি। উক্ত জায়গা খালি করার জন্য নোটিশ প্রদান করা যেতে পারে। কিন্তু জমি অধিগ্রহণ করার এখতিয়ার কেসিসি'র নাই।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে গত ২৭/১১/২০২২ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত প্রোপার্টি স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা প্রসঙ্গে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: ১। নগরীর শেখপাড়া বাজার সংলগ্ন শহীদ শেখ আবু নাসের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যাতায়তের গলি পথটি প্রশস্ত করণের লক্ষ্যে খুলনা জেলার সোনাডাঙ্গা মডেল থানাধীন বানিয়াখামার মৌজার আর.এস ১৬৩৪২ ও ১৬৩৪৬ নং দাগভূক্ত জমির মধ্য হতে ০.০১৩০ একর জমি খালি করার জন্য নোটিশ প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২ (১) খুলনা সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গ্যারেজ নির্মাণের জন্য অধিগ্রহণের নিমিত্তে প্রস্তাবিত ১০.০০ একর জমির চৌহদ্দির মধ্যে থাকা ০.২২ একর জমি ১নং খতিয়ানের ১৬১ নং দাগটি খাল শ্রেণীভূক্ত হওয়ায় অধিগ্রহণ প্রস্তাব বহির্ভূত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (২) ১নং খতিয়ানভূক্ত ১৬১ নং দাগভূক্ত খালটি পুনরুজ্জিবিত করণের লক্ষ্যে উক্ত খালের লীজ/বন্দোবস্ত বাতিলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক, খুলনাকে অনুরোধ জানানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জেলা প্রশাসন লীজ বাতিল করলে কেসিসি কর্তৃক খালটি পানি চলাচলের উপযোগী করণের ব্যবস্থা গ্রহণেরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	রাজস্ব বিভাগ রাজস্ব বিভাগ রাজস্ব বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৫। গত ২৮/০৯/২০২২খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থা স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব মোঃ মুনিরুজ্জামান, সভাপতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থা স্থায়ী কমিটি ও সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১২,** কেসিসি গত ২৮/০৯/২০২২খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থা স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা সভায় উপস্থাপন করেন এবং শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষ্যে কেক কাটা, শিশুদের চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণী ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের খরচ এবং ঈদ-ই মিলাদুন্নবী (সা:) ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে ব্যয়িত অর্থ অনুমোদনের জন্য অনুরোধ জানান। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** এবং উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বর্ণিত ব্যয়িত অর্থ অনুমোদনে ও সমন্বয়ের জন্য একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে গত ২৮/০৯/২০২২খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থা স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা প্রসঙ্গে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: ১। "শেখ রাসেল দিবস" ও পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা:) ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অফিসার জনাব এস,কে,এম তাছাদুজ্জামান এর নামে অগ্রিম প্রদানকৃত (২,০৩,২০০+১,৪৫,২৬০+ ৯১,২০০)= ৪,৩৯,৬৬০/-(চারলক্ষ উনচল্লিশ হাজার ছয়শত ষাট) টাকা ব্যয় অনুমোদন এবং ভ্যাট ও উৎস কর বাবদ (১৬,৪০৩,+৭,৩৫৯+৭,৬৯০)+(৮০০+২,৭০০)=৩৪,৯৫২/-(চৌত্রিশ হাজার নয়শত বায়ান্ন) টাকা বিধি মোতাবেক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান সাপেক্ষে উক্ত অগ্রিম সমন্বয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	হিসাব বিভাগ ও শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৬। গত ০৫/১২/২০২২ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব এস এম মোজাফফর রশিদী রেজা, সভাপতি, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক স্থায়ী কমিটি ও সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৩০,** গত ০৫/১২/২০২২ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা সভায় উপস্থাপন করেন এবং বলেন, তিনি ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস ২০২২ যথাযথ মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষ্যে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, শিশুদের মাঝে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে রচনা প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা ও পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। তিনি এতদসংক্রান্ত ব্যয়িত অর্থ অনুমোদনের অনুরোধ জানান। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** এবং উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বর্ণিত ব্যয়িত অর্থ অনুমোদনে এবং সমন্বয়ের জন্য একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে গত ০৫/১২/২০২২ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা প্রসঙ্গে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: ১। ১৬ ডিসেম্বর 'মহান বিজয় দিবস' ২০২২ যথাযথ মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, শিশুদের মাঝে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের রচনা প্রতিযোগিতা, বঙ্গবন্ধুর জীবনীর উপর প্রামান্য চিত্র প্রদর্শনী, আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকর্তা জনাব এস কে এম তাছাদুজ্জামান এর নামে অগ্রিম প্রদানকৃত ২,৭৮,৪০০/-(দুই লক্ষ আটাত্তর হাজার চারশত) টাকা ব্যয় অনুমোদন এবং ভ্যাট ও উৎস কর বাবদ (২০,৮০৫+১,২০০)=২২,০০৫/-(বাইশ হাজার পাঁচ) টাকা বিধি মোতাবেক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান সাপেক্ষে উক্ত অগ্রিম সমন্বয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	হিসাব বিভাগ ও শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৭। খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ভাতায় পরিচালিত স্কুল ও মক্তবের শিক্ষকদের সম্মানী বৃদ্ধি প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)** খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ভাতায় পরিচালিত স্কুল ও মক্তবের শিক্ষকদের সম্মানী বৃদ্ধির বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং বলেন, এ এজেন্ডা মাননীয় মেয়র মহোদয় দিয়েছেন। এ সম্পর্কে মেয়র মহোদয়কে কিছু বলার অনুরোধ জানান। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** বলেন, বর্তমান পরিষদের শেষ সময়। খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ভাতায় পরিচালিত স্কুল ও মক্তব্যের শিক্ষকদের সম্মানী বৃদ্ধি করার জন্য তাদের দাবী ছিল। সময় ও সুযোগ অনুযায়ী তাদের ভাতা বৃদ্ধির জন্য তিনি অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন। করোনাকালীন সময়ে অর্থনৈতিক অবস্থা খুব ভাল না, তার মধ্যেও সকলের সহযোগিতায় কেসিসি ভাল অবস্থানে আছে বিধায় তাদের ভাতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বর্তমানে প্রধান শিক্ষক (৩৫৫ জন) প্রত্যেকে ভাতা পায় ১,৭০০/-টাকা এবং সহকারী শিক্ষক (১৯৩ জন) প্রত্যেকে ভাতা পায় ১,৬৭৬/-টাকা। সকাল বেলায় তারা মসজিদ ভিত্তিক মক্তব্যে সেপারা, কোরআন পড়ায় এবং কিছু স্কুলে শিক্ষকরা পড়ায়। তাদের ভাতা বেশি বাড়ানো উচিত কিন্তু খুব বেশি বাড়ানোর মত অবস্থা কেসিসি'র নেই। তাই সার্বিক দিক বিবেচনা করে ফেব্রুয়ারী ২০২৩ হতে তাদের মাসিক ভাতা ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা বৃদ্ধি করার জন্য তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। এছাড়া কেসিসি'র মাস্টাররোল কর্মচারীদের সরকার দৈনিক মজুরি ১০০/-(একশত) টাকা হারে বৃদ্ধি করেছিল, যার প্রেক্ষিতে পূর্ব থেকেই ৫০/-(পঞ্চাশ) টাকা করে দেয়া হচ্ছে। কেসিসি'র আর্থিক স্বচ্ছলতা ভাল হলে বাকি ৫০/-(পঞ্চাশ) টাকা করে দেয়ার কথা ছিল। তাই তিনি মাষ্টাররোল কর্মচারীদের দৈনিক মজুরি ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ থেকে বৃদ্ধি করার মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি আরো বলেন, ড্রাইভাররা ডিউটি সময়ের মধ্যে অফিসে আবার বাসায় যায়, পরে তারা আসে। তারা কোন ওভার টাইম করে না। তাই ড্রাইভারদের কোন ওভার টাইম দেয়া হবে না। **জনাব মোঃ আলী আকবর, মেয়র প্যানেলের সদস্য ও সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড** নং-২৫, কেসিসি'র ভাতায় পরিচালিত শিক্ষকদের ভাতা ৫০০/-টাকা এবং মাষ্টাররোল কর্মচারীদের দৈনিক মজুরি ৫০/-টাকা মাননীয় মেয়র মহোদয় বৃদ্ধি করেছেন বিধায় তাকেঁ ধন্যবাদ জানান। পাশাপাশি ড্রাইভাররা ওভার টাইম ডিউটি করলে তাদের ওভার টাইম ভাতা দেয়ার জন্য তিনি অনুরোধ জানান।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ভাতায় পরিচালিত স্কুল ও মক্তব্যের শিক্ষকদের প্রত্যেকের সম্মানী ফেব্রুয়ারি (২০২৩) মাস হতে মাসিক ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা বৃদ্ধি করার এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মাষ্টাররোল কর্মচারীদের প্রত্যেকের দৈনিক মজুরি ৫০/-(পঞ্চাশ) টাকা বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	হিসাব বিভাগ/ শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক শাখা/ প্রশাসনিক শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৮। বিবিধ-১	**জনাব আশফাকুর রহমান (কাকন), সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৯, কেসিসি** বলেন, তার ওয়ার্ডে ইতোমধ্যে অবকাঠামো উন্নয়নমূলক কাজের ৮০% সম্পন্ন হয়েছে। পরবর্তীতে কাজের মধ্যে ইসলামাবাদ ঈদগাহসহ মেহরাব এবং গোবরচাকা প্রধান সড়কে ড্রেনসহ রাস্তার উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন হলে তার ওয়ার্ডে ৯৯% উন্নয়ন সম্পন্ন হবে এবং সেখানে আর জলাবদ্ধতা হবে না। সেক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখলে মেয়র মহোদয়ের সুনাম পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পাবে। **জনাব মোঃ কবির হোসেন কবু মোল্যা, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৪,** কেসিসি বলেন, তার ওয়ার্ডে মেয়র মহোদয় কর্তৃক খাল খননের লে-আউট দেয়ার পরে ৩/৪ দিন কাটার পরে আর খাল খনন করেনি। খাল শুকায়ে খনন করার নির্দেশনা ছিল। তাদের সাথে যোগাযোগ করলে আরো পরে খাল কাটা হবে বলেন জানায়। এরপর বৃষ্টির মৌসুম চলে আসবে, তখন খাল খনন করা যাবে না। তিনি এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়ার অনুরোধ জানান। **জনাব মোঃ আলী আকবর, মেয়র প্যানেলের সদস্য ও সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড** নং-২৫, কেসিসি বলেন, মেয়র মহোদয় খাল খননের টেন্ডার দিয়েছেন। খাল কাটা খুলনা শহরের মানুষের অনেক দিনের প্রত্যাশার ফসল। খাল কাটার সংগ্রাম চলছে, চলবে। যদি এর কাজ ধীরগতি সম্পন্ন হয় তবে কাউন্সিলরা সাধারণ সভায় প্রতিনিয়ত এ বিষয়ে তুলে ধরবে। বর্ষা আসার আগে ময়ুর নদীটা পরিষ্কার হলে খুলনার মানুষের প্রত্যাশা পূরণ হবে এবং সম্মানিত কাউন্সিলররাও এ বিষয়ে বুক ফুলিয়ে কথা বলতে পারবেন। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সকল উন্নয়ন কাজ অতিদ্রুতভাবে দিনে রাতে করে ফেব্রুয়ারি (২০২৩) মাসের মধ্যে সম্পন্ন করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে কেসিসি'র প্রতিটি ওয়ার্ডে চলমান উন্নয়ন কাজ দ্রুত গতিতে করে ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ এর মধ্যে সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
বিবিধ-২	**জনাব এম ডি মাহফুজুর রহমান লিটন, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৯,** প্রতি বছর রোজার মাসে এবং ঈদ উল ফিতর্ এর আগে গরীবদের মাঝে বিতরণের জন্য প্রতি ওয়ার্ডে যে পরিমান শাড়ী-লুঙ্গি দেয়া হয় তার চেয়ে এবার বর্তমান মেয়াদের শেষ সময়ে প্রতি ওয়ার্ডে শাড়ী-লুঙ্গি বরাদ্দ বেশি দেয়ার অনুরোধ জানান। **জনাব মোঃ আলী আকবর, মেয়র প্যানেলের সদস্য ও সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৫,** কেসিসি বলেন, রোজার মাসে ঈদের আগে গরীবদের মাঝে বিতরণের জন্য প্রতি ওয়ার্ডে শাড়ী ৩৫০টি এবং লুঙ্গি ৫০টি দেয়া হয়। এলাকার গরীবদের জন্য কাউন্সিলরবৃন্দ অনেক খরচ করেন। সিটি কর্পোরেশনের আয় কখনো কমবে না, বরং বাড়বে। তাই এলাকার গরীব-দু:স্থদের মাঝে বিতরণের জন্য তিনি প্রতি ওয়ার্ডে আরো ১০০টি শাড়ী ও আরো ১০০টি লুঙ্গি বাড়িয়ে দেয়ার অনুরোধ জানান। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** বলেন, খুলনা সিটি কর্পোরেশন একটা প্রতিষ্ঠান, এ প্রতিষ্ঠান টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব সবার। তথাপিও গরীব দু:খী মানুষের কথা বিবেচনা করে তাদের মাঝে বিতরণের জন্য পবিত্র রমজান মাসে ঈদ-উল-ফিতর এর আগে প্রতি ওয়ার্ডে আরো ৫০পিস শাড়ী এবং ৫০পিস লুঙ্গি বৃদ্ধি করা হলো অর্থাৎ এবার প্রতি ওয়ার্ডে শাড়ী ৪০০ পিস এবং লুঙ্গি ১০০ পিস পাবে। এছাড়া তিনি বলেন, তাঁর কাছে শিশু খাদ্য ও অন্যান্য বাবদ কিছু বরাদ্দ আছে। শিশু খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রী কেনার চেয়ে তাদের হ্যান্ড ক্যাশ দিয়ে দেয়া হবে। সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রোগ্রাম দিলে তারঁ জনসভাকে সফল করার জন্য সবার এলাকার লোকজন নিয়ে ওয়ার্ড ভিত্তিক সভা করে প্রস্তুত হওয়া ও কর্মসূচি প্রণয়নের অভিমত ব্যক্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে আসন্ন পবিত্র রমজান মাসে ঈদ-উল-ফিতর-২০২৩ এর আগে প্রতি ওয়ার্ডে গরীব, দু:খী মানুষের মাঝে বিতরণের জন্য প্রতি ওয়ার্ডে ৫০পিস শাড়ী এবং ৫০পিস লুঙ্গি বরাদ্দ বৃদ্ধি করে ওয়ার্ড ভিত্তিক মোট ৪০০ পিস শাড়ী ও ১০০ পিস লুঙ্গি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া শিশু খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রী কেনার জন্য মেয়র মহোদয়ের কাছে যে বরাদ্দ আছে সেই বরাদ্দ বাবদ হ্যান্ড ক্যাশ প্রদানেরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটি/ হিসাব বিভাগ ও ভান্ডার শাখা

অতঃপর সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সরকারি বিভিন্ন দপ্তর থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ এবং সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দসহ উপস্থিত সকলকে তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন পূর্বক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

নম্বর-৪৬.১৩.০০০০.০০৯.০৬.০০৮.২৩-০৮৯ তারিখ- ২৯ /০১ /২০২৩খ্রিঃ

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলোঃ

১। মেয়র প্যানেলের সদস্য/সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড/সংরক্ষিত আসন নং-....., খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
২। সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড/সংরক্ষিত আসন নং-....., খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

তালুকদার আব্দুল খালেক
মেয়র
খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

নম্বর-৪৬.১৩.০০০০.০০৯.০৬.০০৮.২৩-০৮৯ (৭) তারিখ- ২৯ /০১ /২০২৩খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। .....
৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৪। বিভাগীয় প্রধান (সকল),খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৫। শাখা প্রধান (সকল),খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৬। সি.এ টু মেয়র, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৭। সংশ্লিষ্ট নথি।

তালুকদার আব্দুল খালেক
মেয়র
খুলনা সিটি কর্পোরেশন।